বাংলা᷇শ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয় আ᷉িক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

ঢাকা।

এফআইডি সার্কুলার নম্বরঃ ০৩ তারিখঃ <u>৩০ জুন, ২০০৩</u>

১৬ আষাঢ়, ১৪১০

বাংলা᷇শে কার্যরত সকল আ᷉িক প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহো᷇য়গণ,

আ᷉িক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮ ধারায়
<u>বর্ণিত বিষয়াবলীর উপর নিয়মাচার।</u>

বাংলা᷇শে কার্যরত সকল আ᷉িক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিপালনের জন্য আ᷉িক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮ নম্বর ধারায় বর্ণিত বিষয়াবলীর উপর বাংলা᷇শ ব্যাংক কর্তৃক কতিপয় বিধি প্রণয়ণপূর্বক তা ১২/৫/১৯৯৭ তারিখে এফআইডি সার্কুলার নম্বর ০৩ এর মাধ্যমে জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৩/১/১৯৯৯ তারিখের এফআইডি সার্কুলার নম্বর ০১, ৪/৬/২০০১ তারিখের এফআইডি সার্কুলার নম্বর ০৭, ৮/১০/২০০১ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নম্বর ০৪ এবং ১৭/১২/২০০২ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নম্বর ১১ এর মাধ্যমে উপরোল্লিখিত ১২/৫/১৯৯৭ তারিখের সার্কুলারের কতিপয় অনুচ্ছে᷇ সংশোধন/পরিবর্তন/পরিমার্জন করা হয়।

০২। আ᷉িক প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সুবিধা᷉ে এক্ষণে উল্লিখিত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারসমূহ একীভূত করে একটি একক মাষ্টার সার্কুলার ইস্যু করা হলো এবং এত্᷇বারা উপরোক্ত সকল সার্কুলার/সার্কুলার লেটারসমূহ বাতিল করা হলো। উল্লেখ্য, একই শ্রেণীর ঋণের ক্ষেত্রে সু᷇ের হারের তারতম্যের বিষয়ে একটি নতুন নি᷇᷇শনা এত᷇সঙ্গে জারি করা হলোঃ-

(ক) **<u>বিভিন্ন শ্রেণীর আমানত/ঋণ গ্রহণ</u>**

(১) কোন আ᷉িক প্রতিষ্ঠান চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য কোন ঋণ/আমানত গ্রহণ করবে না। আ᷉িক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ঋণ কিংবা আমানতের নূ্যনতম মেয়া᷇ এক বছর হবে এবং ঐ সকল ঋণ/আমানত কেবল মাত্র মেয়া᷇ পুর্তিতে পরিশোধ্য হবে। তবে, জনসাধারণের নিকট হতে গৃহীত মেয়া᷇ী আমানত ন্যূনতম ১(এক) বছর অতিক্রান্ত হবার পর আমানতকারীর অনুরোধক্রমে মেয়া᷇ পূর্তি-পূর্ব নগ᷇ায়ন (Premature Encashment) করার সুযোগ প্র᷇ান করা যাবে। অ᷉াৎ মেয়া᷇ী আমানতের মেয়া᷇কাল (এক বছর বা ত᷇ূর্ধ) যাই হোক না কেন কমপক্ষে এক বছরের আগে তা ভাঙ্গানো যাবে না।

(২) আ᷉িক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন একক ব্যক্তির নিকট ᷇েকে কোন উর্ধ্বসীমা ব্যতিরেকেই ঋণ/আমানত গ্রহণ করতে পারবে; তবে গৃহীত ঋণ/আমানতের বিপরীতে বাংলা᷇শ ব্যাংকের কোন ᷇ায়-᷇ায়িত্ব ᷉াকবে না।

(৩) আ᷉িক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রমিসরি নোট (Promissory Note) এর বিপরীতে ঋণ/আমানত গ্রহণ করতে পারবে এবং উহার ধারকগণ ঐগুলি অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যাংক বা আ᷉িক প্রতিষ্ঠানের নিকট বাটা (discount) করে নগ᷇ প্রয়োজন মেটাতে পারবে।

(৪) আ᷉িক প্রতিষ্ঠানসমূহ মেয়া᷇ী আমানত রশি᷇ (Term Deposit Receipt) এর বিপরীতে ঋণ/আমানত গ্রহণ করতে পারবে। তবে ঐগুলি হস্তান্তরযোগ্য ᷇লিল (Negotiable Instrument) না হওয়ায় বাটা (discount) করা যাবে না। মেয়া᷇ী আমানত রশি᷇-এর ক্ষেত্রে ধারক᷇ের নিকট হতে এ মর্মে লিখিত অংগীকারনামা নিতে হবে যে, তারা অন্যূন এক বছর মেয়া᷇ পূর্তির পূর্বে তা ভাঙ্গাবে না।

(৫) আ᷉িক প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিবেঞ্চার ইস্যুর মাধ্যমেও তা᷇ের প্রয়োজনীয় অ᷉ সংগ্রহ করতে পারবে। তবে এ বিষয়ে এফআইডি সার্কুলার নম্বর ১৬ তারিখ ২৫-৯-২০০০, এফআইডি সার্কুলার নম্বর ০৪ তারিখ ২১-৫-২০০২ এবং এত᷇সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-বিধান পরিপালন করতে হবে।

(খ) **আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক লিজ/ঋণ সুবিধা প্রদান**

(১) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের সর্বোচ্চ সময়সীমা তারা তাদের ব্যবসায়িক কৌশল বিবেচনায় রেখে নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারবে।

(২) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন একক ব্যক্তি/গোষ্ঠীর অনুকূলে লিজ/ঋণ সুবিধা মঞ্জুরীর বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩ এর ১৪ নম্বর ধারায় বর্ণিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করবে।

(গ) **বিভিন্ন শ্রেণীর ঋণ/আমানত এবং লিজ/ঋণের উপর আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদেয়/ধার্যকৃত সুদের হার**

(১) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন শ্রেণীর ঋণ/আমানত এবং প্রদত্ত লিজ/ঋণের সুদের হার পূর্বের ন্যায় নিজেরাই নির্ধারণ করবে।

(২) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত লিজ/ঋণের ক্ষেত্রে একই খাতের লিজ/ঋণ গ্রহীতাদের তুলনামূলক ঝুঁকির বিবেচনায় লিজ/ঋণের উপর আরোপিত সুদের হারের তারতম্য সর্বাধিক ১% পর্যন্ত হতে পারবে।

(ঘ) **গৃহীত ঋণ/আমানত এবং প্রদত্ত লিজ/ঋণের সুদের হিসাবায়ন পদ্ধতি**

বিভিন্ন শ্রেণীর ঋণ/ আমানত/লিজের উপর প্রদেয়/ধার্যকৃত সুদের হিসাবায়ন পদ্ধতিসমূহ, যেমন-(১) সরল বা চক্রবৃদ্ধি হারের প্রয়োগ, (২) সুদ আরোপের ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency) (৩) নির্দিষ্ট বা পরিবর্তনশীল সুদের হারের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে সকল ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ বিষয়ে তাদের দ্বারা অনুসৃত নীতি আমানতকারী বা লিজ/ঋণ গ্রহীতাকে লিখিতভাবে অবহিত করবে।

(ঙ) **জনস্বার্থে বিবেচ্য অন্যান্য বিষয়াবলী**

(১) কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের নামের সাথে কিংবা তাদের কার্যক্রমের পরিধিতে নিজেদের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতির সুযোগ রাখে এমন কোন নামকরণ বা কার্যক্রম গ্রহণ করবে না।

(২) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের লেনদেনের জন্য কোন ক্যাশ কাউন্টার খুলতে পারবে না। তাদের সমুদয় নগদ লেন-দেন ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। পেটি ক্যাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ছোট ছোট নগদ লেন-দেনের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

০৩। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলির আলোকে গৃহীত/প্রণীত নীতিমালা ষাধাষিক ভিত্তিতে (প্রতিবছর জানুয়ারি ও জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে) মহাব্যবস্থাপক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক-এর বরাবরে প্রেরণ করবে। গৃহীত/প্রণীত নীতিমালায় কোন পরিবর্তন আনা হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

০৪। আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮(ছ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনস্বার্থে এ নির্দেশ জারি করা হল যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ ইয়াছিন আলী)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৭১২০৩৬২